কালের কণ্ঠ

তারিখ 15 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

একটি মানপত্রের গল্প

রফিকুল ইসলাম ▷

পনেরই আগস্ট, ১৯৭৫—স্বাধীন বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের জন্য দিনটিকে বেছে নেওয়া হয়। স্বাধীন রাষ্ট্রের স্থপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আসবেন অনুষ্ঠানে।

জাতির পিতার আগমনকে কেন্দ্র করে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে ভিন্ন আমেজের সৃষ্টি হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিস্তৃত কর্মসূচি হাতে নেয়। বঙ্গবন্ধুর জন্য একটি মানপত্র ও দুটি ক্রেস্ট তৈরি করা হয়। উপাচার্যের বাসভবনে চা-চক্রের ব্যবস্থাও করা হয়।

সেই সমাবর্তন অনুষ্ঠান আর হয়নি। ওই দিন ভোরের আলো ফোটার আগেই ঘাতকের বুলেটে নিহত হন বঙ্গবন্ধু। তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রাণও কেড়ে নেয় ঘাতকের বুলেট। ভেস্তে যায় সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সব আয়োজন।

আটত্রিশ বছর পর ২০১৩ সালে এক অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার হাতে ওই মানপত্র ও উপহারসামগ্রী তুলে দেয় প্রশাসন। সেসব ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

১৯৪৯ সালে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বঙ্গবন্ধুকে বহিষ্কার করেছিল কর্তৃপক্ষ। বঙ্গবন্ধু আইন বিভাগের ছাত্র ছিলেন। সে আদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে ২০১০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায়।

একই কারণে আরো চার শিক্ষার্থীকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষ বলেছিল, ভবিষ্যতে ভালো আচরণ করবেন—এ মর্মে প্রাধ্যক্ষের কাছে অভিভাবকরা নিশ্চয়তা দিলে তাঁদের ছাত্রত্ব ফিরিয়ে দেওয়া হবে। অন্য চারজন শর্ত মেনে ছাত্রত্ব ফিরে পান। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শর্ত মানতে রাজি হননি। পরে তাঁকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুকে এটি দেওয়ার কথা ছিল

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি), সকাল ১০টায়। কলাভবন এবং আরো কয়েকটি ভবন ও হল পরিদর্শন করে বঙ্গবন্ধু সমাবর্তনে যোগ দেবেন। কর্তৃপক্ষ ফুলের মালা দিয়ে তাঁকে বরণ করবে। উপাচার্য ড. আবদুল মতিন চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশে মানপত্র পাঠ করবেন।

তেমন আড়ম্বরতা না থাকলেও আয়োজনকে সুন্দর করার চেষ্টার কমতি ছিল না। আগের দিন ১৪ আগস্ট কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নেতারা রাত জেগে ক্যাম্পাসে পাহারায় ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর বড় ছেলে শেখ কামাল গভীর রাত পর্যন্ত ছিলেন তাঁদের সঙ্গে। চারুকলার শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা সাজিয়েছিল পুরো ক্যাম্পাস।

১৪ই আগস্ট রাতে স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে পাহারায় ছিলেন সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র শেখ কামাল। রাত দেড়টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িতে ফেরেন তিনি।

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, 'আমি ইচ্ছে করলে বলতে পারতাম—সবাই ডিউটি করছে আর তুমি বাড়ি চলে যাবে! কিন্তু আমার মনটা নরম হলো, বললাম—নতুন বিয়ে করেছ, বাড়ি যাও; ভোরে এসে ডিউটি করতে হবে। আমার মনে দুঃখ, আমি যদি মনটা নরম না করে বরং শক্ত করে তাকে বাড়ি যেতে নিষেধ করতাম।'

ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সব গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকারের আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করায় ওই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার ঘোষণার কথা ছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু আসতে পারেননি, বিশেষ মর্যাদাও পাওয়া হয়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, 'স্বাধীন দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তনে বঙ্গবন্ধুর আগমন নিয়ে অনেক আশার সঞ্চার হয়েছিল। কিন্তু ঘাতকের বুলেটে নিহত হন তিনি, বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে পারেননি। দীর্ঘদিন পর হলেও তাঁর জন্য তৈরি মানপত্র ও উপহারসামগ্রী পৌঁছে দিতে পেরেছি। বিশ্ববিদ্যালয় মনে করেছে, সেই মানপত্র ও উপহারসামগ্রী বঙ্গবন্ধু জাদুঘরে দিয়ে দেওয়া উচিত। কারণ এসব তাঁর জন্যই। এসব থেকে মানুষ ইতিহাস জানতে পারবে।'

উল্লেখ্য, ২০০৯ সালের ২ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের একটি কক্ষে একটি আলমারিতে ফাইলের স্তূপে কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো মানপত্রটি পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি রেজিস্ট্রার আমির হোসেন কাগজপত্র খোঁজার সময় সেটি পান। দুই দিন পর ৪ ডিসেম্বর প্রশাসনের কাছে সেটি হস্তান্তর করেন তিনি।